দৈনিক সংবাদ

JAN. 29 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় সাধনার অনন্য স্থান

সুস্মিতা সাহা

প্রোফাইল

সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ সঙ্গীত। সঙ্গীত এক অনন্য বিজ্ঞানও বটে। সঙ্গীত পারে জীবনের কুশ্রিতা, মলিনতা, কুসংস্কারকে অতিক্রম করে সুন্দরের দরজা উন্মুক্ত করতে। সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদপত্র প্রদানের রীতি বহুদিনের। বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও সংগঠন নিয়মিত কোর্সশেষে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। প্রয়াত বারীন মজুমদার ১৯৭৩ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে সঙ্গীত বিষয়ে পৃথক পাঠ্যক্রম চালু করে এ দেশের প্রথম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঢাকা বোর্ডের সঙ্গীতের সিলেবাস প্রণয়ন করেন। বর্তমানে এটিই দেশের একমাত্র সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়।

সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

বর্তমানে বাংলাদেশে সঙ্গীতপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি লাভের জন্য একমাত্র সরকারি মহাবিদ্যালয়। ১৯৬৩ সালে সেগুনবাগিচায় একটি বাড়িতে সর্বপ্রথম বেসরকারি পর্যায়ে এ মহাবিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এটির অবস্থান আগারগাঁওয়ে। ১৯৮৪ সালে মহাবিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। আগারগাঁওয়ে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত জমি ১৯৭৯ সালে বরাদ্দ করা হলেও এখানে দীর্ঘদিন ক্লাস নেয়া সম্ভব হয়নি। নিচু একতলা ভবনটি বন্যার কারণে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় এ সমস্যা দেখা দেয়। তখন নূরজাহান রোড, লালমাটিয়া এবং গ্রীন রোডে ভাড়া বাসায় ক্লাস নেয়া হত। এ সময় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে আসে। তবে বর্তমানে তিনতলা ভবন তৈরি করা হয়েছে। এখানেই কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চলছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বর্তমানে বেড়েছে। সম্প্রতি কলেজে একটি স্টুডিও তৈরি করা হয়েছে।

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে সাদী মুহম্মদ তকিউল্লাহ রবীন্দ্র সঙ্গীত, খালিদ হোসেন নজরুল গীতি, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী ও জহীর আলম লোকগীতি, শামীমা পারভীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্লাস নিয়ে থাকেন। কিরিটি ভূষণ অধিকারী ও সাজিদ হোসেন তবলার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

এ মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে লেখাপড়া করেছেন আবিদা সুলতানা, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, সালমা আলীসহ অনেকে।

কিছু সমস্যা

সরকারি কলেজ হলেও এখানে সঙ্গীত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। এ কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তি হতে আসে; কিন্তু আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় তাদের প্রায়ই সমস্যায় পড়তে হয়। এ কারণে অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ কলেজে ভর্তি হয় না।

সঙ্গীত শাখায় পড়ার অন্যান্য সুযোগ

ঢাকায় অবস্থিত সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ছাড়াও বরিশাল ও দিনাজপুরে বেসরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রয়েছে। তবে এ দু'টি কলেজে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে এইচএসসি পাস করে ছাত্রছাত্রীরা ঢাকায় অবস্থিত সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত কোর্সে স্নাতক (সম্মান) স্তরে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে আসন সংখ্যা খুবই কম। এতদিন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স (পাস কোর্স) করা যেত; কিন্তু স্নাতক কোর্স চালু করার সঙ্গে সঙ্গে এ সুযোগটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় কলেজ পর্যায়ে মাস্টার্স কোর্স চালু করা প্রয়োজন। এই কোর্স চালু না থাকায় অনেকেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আরো বেশি উচ্চতর ডিগ্রি নিতে ব্যর্থ হয়। সঙ্গীতে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা দেশের বাইরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভর্তি যোগ্যতা

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীকে যেকোন বিভাগে এসএসসি পাস করতে হবে। একই সঙ্গে সঙ্গীতের প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে সঙ্গীত গ্রুপ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলে ভাল হয়। অন্য কোন গ্রুপ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলে কোন সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সনদপত্রের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া যেতে পারে। সব ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের ভিত্তি মজবুত হলে সুবিধা হবে। এ বছরের বি. মিউজ-এ ভর্তি প্রক্রিয়া ফেব্রুয়ারিতে শুরু হতে যাচ্ছে।

সঙ্গীত শিক্ষার ভবিষ্যত

সঙ্গীত শাখা থেকে স্নাতক ডিগ্রি (বি. মিউজ) বা অধিকতর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলে বিষয়ভিত্তিক যেকোন চাকরি লাভের সুযোগ রয়েছে। বিষয়ভিত্তিক ছাড়াও সরকারি যেকোন চাকরি তারা গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি গণমাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতে পারদর্শিতা এবং গায়কীর বৈচিত্র্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনের পথ সুগম হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক (আই মিউজ) পাস করে প্রয়োজনে বিভাগ পরিবর্তন করে বি.এ (পাস) কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এছাড়াও বাংলা, ইংরেজি এবং গৃহীত অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ভর্তি হওয়া যেতে পারে। ফলাফল ভাল হলে স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরেও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে নির্ধারিত পাঠ্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও সঙ্গীত শিক্ষার বহু সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ছায়ানট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে থাকে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত পিপাসু ছাত্র-ছাত্রীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সামর্থ্য হয়। সঙ্গীত গ্রুপে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বহু ছাত্রছাত্রীও এ সকল প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত কোর্সে ভর্তি হয়ে থাকে।

শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম

আই মিউজের জন্য নিচের বিষয় তিনটি নিতে হবে

১। লঘু সঙ্গীত, ২। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ৩। অর্থনীতি/পৌরনীতি/কৃষি বিজ্ঞান, ৪। ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস। নিচের বিষয়গুলো থেকে যেটি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নেয়া হয়েছে সেটি ছাড়া বাকিগুলোর মধ্য থেকে যেকোন একটি চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেয়া যাবে। ১। অর্থনীতি, ২। পৌরনীতি, ৩। ইতিহাস, ৪। ইসলামের ইতিহাস, ৫। যুক্তিবিদ্যা, ৬। মনোবিজ্ঞান, ৭। ভূগোল, ৮। গণিত, ৯। আরবি, ১০। ইসলামী শিক্ষা, ১১। কৃষি বিজ্ঞান, ১২। কম্পিউটার বিজ্ঞান। তবে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে হতে অর্থনীতি/পৌরনীতি/ইতিহাস-এ তিনটি বিষয় থেকেই শিক্ষার্থীকে তার পঠিত বিষয় বেছে নিতে হয়।

আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের শিক্ষক। আজ যারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত কোর্সে অধ্যয়নরত তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের শিল্পী। সঙ্গীত সমৃদ্ধ হবে আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস। কাজেই প্রস্তুতি পর্বটা হওয়া দরকার যথেষ্ট মজবুত। ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীত চর্চা ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উৎসবে ছাত্রীদের নিয়ে সংগীত পরিবেশন করছেন সাদী মোহাম্মদ